মুজিবনগরে ১০০ বোতল ফেনসিডিলসহ একজন আটক

মুজিবনগরে ১০০ বোতল ফেনসিডিলসহ মোঃ ইনসান (৩৫) নামের একজনকে ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ। আটক ইনসান মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর গ্রামের আব্দুলের ছেলে।

আজ রবিবার (১৩ নভেম্বর) ভোররাতের দিকে মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি টিম উপজেলার জয়পুর মাঠে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতার অভিযানে মুজিবনগর থানার এসআই উত্তম কুমার, এসআই সাহেব আলী, এস আই আরিফুর রহমান ও এসআই হেকমত আলীসহ সঙ্গীয় ফোর্সসহ অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে মুজিবনগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা রজু করা হয়েছে।

আজ রবিবার দুপুরের দিকে আটক ইনসানকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দর্শনায় ৩ শ বোতল ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যাবসায়ী রানা গ্রেফতার

মাদকে সয়লাব দর্শনাঞ্চল, এ সংবাদ প্রকাশের জেরে মাদক ব্যাবসায়ীদের দৌরাত্ব ঠেকাতে দৌড়ঝাপ শুরু করেছেন দর্শনা থানা পুলিশ। মাদক বিরোধী অভিযানে মাঠে নেমেই পেয়েছেন সফলতা।

অভিযানে মাদক পাচারকালে মাদক ব্যাবসায়ীর মোটরসাইকেলের বস্তায় মিললো ৩ শত বোতল ফেনসিডিল। সেই সাথে মাদক উদ্ধারের সাথে মাদক পাচারকাজে ব্যাবহৃত একটি মোটরসাইকেল জব্দ সহ গ্রেফতার করা হয়েছে মাসুদুর রহমান ওরফে রানা নামের এক মাদক ব্যাবসায়ীকে।

দর্শনা-হিজলগাড়ি সড়কে অভিযান চালিয়ে মাদক ও মোটরসাইকেল সহ গ্রেফতার করা হয় তাকে।

গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীরের নেতৃত্বে থানার এস,আই নীতিষ বিশ্বাস, এস,আই সুমন্ত বিশ্বাস, এস,আই সোহেল রানা, এ,এস,আই বশির আহম্মেদ, এ,এস,আই মামুনুর রহমান ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা থানাধীন দর্শনা- হিজলগাড়ী সড়কের দক্ষিন চাঁদপুর কবরস্থানের সামনে পাকা রাস্তার উপর।

এসময় দর্শনা হতে হিজলগাড়ি অভিমুখগামী একটি মোটরসাইকেলের পথ গতিরোধ করেন। পরে গতিরোধকৃত মোটরসাকেলের চালকের দখলে থাকা একটি বস্তার মধ্যে থেকে ৩০০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করেন পুলিশ।

এসময় পুলিশ মোটরসাইকেলসহ মাদক ব্যাবসায়ী মাসুদুর রহমান ওরফে রানা (২৭) নামের এক মাদক ব্যাবসায়ীকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যাবসায়ী দর্শনা দক্ষিন চাঁদপুর গ্রামের মাঝপাড়ার ফজল ইসলাম ও রীনা খাতুন দম্পতির ছেলে। গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

গাংনীর কাথুলীতে তুচ্ছ ঘটনায় চার পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা

গাংনীর কাথুলী গ্রামের মধ্য পাড়ায় ছাগলে একটি গাছ খাওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ অগ্নীসংযোগ ও শ্লীলতা হানীর ঘটনায় চারটি পরিবারের মধ্যে চলছে নানা উত্তেজনা ও মামলাবাজি। চারটি পরিবার দফায় দফায় একে অপরের বিরুদ্ধে মোট সাতটি মামলা করেছে। রয়েছে একটি জিডির ঘটনা। গ্রাম্য প্রতিহিংসায় মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দফায় দফায় হয়রানী করা হচ্ছে এমন দাবী তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগী আব্দুল মজিদ। শনিবার সকালে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য দেন আব্দুল মজিদ।

পরিবার চারটি সকলেই নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করলেও পুলিশ বলছে, মামলাটি তদন্তে একটি পরিবারকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর খেলায় মেতেছে অন্য দুটি পরিবার। তাছাড়া আরো একটি মামলা তদন্ত করা হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে জানায়, গ্রামের আব্দুল মজিদের বাড়ির পাশে লাগানো ধুন্দুল গাছ খেয়ে ফেলে প্রতিবেশী আমিরুলের স্ত্রী মেমেজানের ছাগলে। এ নিয়ে উভয় পরিবারের মধ্যে ঝগড়া ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে আমিরুল ইসলাম বাদি হয়ে আব্দুল মজিদের ভাই আব্দুর রহমান ওরফে খোকনের নামে মামলা করেন মেহেরপুর আদালতে। ওই মামলার ইন্ধন দাতা প্রতিবেশী হাফিজুল ও তার স্ত্রী মেমেজান। এ নিয়ে চারটি পরিবারের মধ্যে মামলা ও জিডির ঘটনা ঘটেছে সাতটি।

সর্বশেষ গত বুধবার মধ্যরাতে হাফিজুলের বাড়ির পাশে রক্ষিত পাটকাঠির গাঁদায় আগুন লাগে। এতে হাফিজুলের পাঠকাঠির সাথে মজিদের দোকান ঘর পুড়ে যায়। আব্দুল মজিদকে আবারো মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর জন্য নিজের পাটকাঠির গাদায় নিজে আগুন লাগিয়ে হৈচৈ শুরু করে হাফিজুল ও তার স্ত্রী মোমেজান। পরে স্থানীয়রা ছ’টেগিয়ে পানি ঢেলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এঘটনায় আবারো আব্দুল মজিদের বিরুদ্ধে মামলার হুমিকি দিচ্ছে হাফিজুল ইসলাম। আবারো নতুন মামলার ভয়ে আতংকিত আব্দুল মজিদ ও তার পরিবারের লোকজন।
এ নিয়েও উভয় পক্ষের মধ্যে চলছে উত্তেজনা। যে কোন সময় বড় ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশংকা করছেন স্থানীয়রা।

আব্দুল মজিদ জানান, তার বাড়ির পাশের ধুন্দল গাছ খেয়ে ফেলে প্রতিবেশী আমিরুলের স্ত্রী মেমেজানের ছাগলে। এ নিয়ে উভয় পরিবারের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এরই জের ধরে মেমেজান বাদী হয়ে তার ভাই আব্দুর রহমান ওরফে খোকনকে বিবাদী করে মোকাম বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল মেহেরপুরে একটি মামলা করেন। যার নম্বর-১০৯/২০২২, তাং ০৫/০৭/২২ ইং। মামলায় দাবী করা হয়, মেমেজানকে ধর্ষন করার চেষ্টা করা হয়। একই দিনে মেমেজানের স্বামী আমিরুল ইসলাম আরো একটি মামলা করেন। ওই মামলার এজাহারে দাবী করা হয়, তার স্ত্রীকে মারধর করে শ্লীলতা হানীর পাশাপাশি আব্দুল মজিদ ও তার লোকজন মেমেজানকে ব্যাপক মারপিট করে হত্যার চেষ্টা চালায়।

বিজ্ঞ আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে গাংনী থানা পুলিশকে তদন্ত দিলে পুলিশ ধর্ষনের চেষ্টা ও মারপিটের কোন ঘটনা ঘটে নাই বলে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেন। এতে না রাজি দেন মেমেজান। পরে মামলাটির তদন্ত

দেয়া হয় পিবিআইকে। পিবিআই এর তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই ইমরান হোসেন ঘটনার তদন্ত সাপেক্ষে প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে শ্লীলতা হানী ও মারপিটের ঘটনা মিথ্যা বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন।

এদিকে আমিরুল ইসলাম ও তার স্ত্রীর মামলায় উস্কানী ও ইন্ধন দাতা হিসেবে সন্দেহ করে প্রতিবেশী হাফিজুল ইসলাম ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে গাংনী থানায় একটি জিডি করেন আব্দুল মজিদ। এ ঘটনায় গাংনী থানা পুলিশ চার পরিবারকে থানায় হাজির হবার জন্য নোটিশ প্রদান করলে আবারো উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এ ঘটনায় হাফিজুলের স্ত্রী মেমেজান ০২ নভেম্বর বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আব্দুল মজিদসহ পাঁচজনকে আসামী করা হয়। আসামী থেকে বাদ পড়েনি বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসা মজিদের মেয়ে জোসনা খাতুন।

মামলায় বাদীকে মারপিট শ্লীলতাহানী ও তার গায়ের গহনা লুট করার অভিযোগ করা হয়। মামলাটি গাংনী থানায় তদন্তাধীন। মামলাটি সম্পুর্ণ মিথ্যা বলে দাবী করেছেন আব্দুল মজিদ ও তার লোকজন।

গ্রামবাসীরাও হাফিজুলের অত্যাচারে অতিষ্ট রয়েছে। হাফিজুলের মামলার ভয়ে কেউ মুখ খুলতে সাহস পাইনা। সংবাদ সম্মেলনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি,এলাকাবাসী ও ভুক্তভোগী পরিবারের লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

বাদী হাফিজুল ইসলামের স্ত্রী মেমেজান জানান, ১২ বছর আগে জমি জমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে মামলা চলছিল। এরই জের ধরে ও প্রতিবেশীদের মামলার ইন্ধন দাতা হিসেবে সন্দেহ করে তার শ্লীলতা হানী মারপিট ও গহনা ছিন্তাই করা হয়েছে। পরে আমার ৬ বিঘা জমির পাটকাঠি পুড়িয়ে দেয়ার অভিযোগ করেন হাফিজুল ইসলাম।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, মামলা পাল্টা পাল্টি মামলার ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে। প্রকৃত ঘটনার প্রতিবেদন আদালতে পেশ করা হবে।

গাংনীর আলোচিত রফিজুলকে দুই সহযোগীসহ গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ

গাংনী উপজেলার বাহাগুন্দা গ্রামের বহুল আলোচিত রফিজুল ইসলাম ওরফে লাল মিয়া দুই সহযোগীসহ কুষ্টিয়ার ভেড়ামারাতে জাল ডলারের কারবার করতে গিয়ে গণপিটুনির স্বীকার হয়েছেন।
পরে পুলিশ জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে পুলিশ আইনের ৩৪ ধারায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করেছে। ভেড়ামারা থানার সেকেন্ড অফিসার প্রতাপ রায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

অপর দুই সহযোগীরা হলেন গাংনী উপজেলার বাহাগুন্দা গ্রামের আসাদুল ইসলামের ছেলে শরীফুল ইসলাম ও কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার সংগ্রামপুর গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে বিচ্ছাদ আলী। ভেড়ামারা থানার সেকেন্ড অফিসার প্রতাপ রায় বলেন, ভেড়ামারা রেল স্টেশনের পাশে অভিযুক্ত তিনজন জাল ডলারের কারবার নিয়ে স্থানীয় কিছু মানুষের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। এক সময় তাদের গণধোলায় দেয়। এসময় স্থানীয়দের দেওয়া খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে ওই তিনজনকে উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়। তাদের বিরুদ্ধে মামলার কোনো বাদি না পাওয়ায় পুলিশ আইনের ৩৪ ধারায় মামলা দেওয়া হয়। যার মামলা নং ৭০/২২, তারিখ ১১/১১/২০২২ ইং।
ভেড়ামাড়া রেললাইন পাড়া এলাকার সাবুর আলী ও রহমত আলী বলেন, ওই তিনজন এলাকায় জাল ডলার পাচারের একটি চক্র গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। স্থানীয় মানুষজন তাদের সন্দেহ করে। পরে ধরে গণধোলায় দিয়ে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়।
জানা গেছে, রফিজুল ইসলামের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, মোটরসাইকেল ছিনতাই, মারামারীসহ একাধিক অভিযোগে ৬ টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। সে নিজেকে কখনো কখনো সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে বেড়াতো।

মেহেরপুরে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৮ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে বিভিন্ন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত পলাতক ৮ আসামি গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।
শুক্রবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের মেহের উল্লাহর স্ত্রী রেহেনা খাতুন, তার নামে মামলা নং সেসন মামলা ১২০/১৯, সিআর মামলা নং ৫১৪/১৮ ইং, মেহেরপুর শহরের ভূমি অফিসপাড়া এলাকার কোবাদ আলীর ছেলে শাহারুল ইসলাম ওরফে মাইকেল তার নামে মামলা নং জিআর ১২৮/১৬ ইং, সদর উপজেলার বুড়িপোতা গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার ইয়ার আলী মোল্লার স্ত্রী আলতাফুন্নেছা।

তার নামে দায়ের করা মামলা নং এসটিসি ২১/১২ ও জিআর মামলা নং ৫৭/১২, সদর উপজেলার আমদহ বাগানপাড়া এলাকার রুহুল আমিনের ছেলে শাহিন রেজা (৩২), তার নামের মামলা নং ১৪(১১) ২২, কাঁঠালপোতা গ্রামের খোকন আলীর ছেলে জাহাঙ্গীর হোসেন (৩০)। তার নামের মামলা নং সিআরপিসি ১৫১ ধারা, একই গ্রামের মৃতু জমির উদ্দীনের ছেলে শাফিন (২৪), বামনপাড়া এলাকার হারুন অর রশিদের ছেলে বাপ্পী (৩০), শহরের গোরস্থানপাড়া এলাকার মো: শরিফ হোসেনের ছেলে রাজন (২২) ও গাংনী থানার বর্শিবাড়িয়া গ্রামের হামিদুল বিশ্বাসের ছেলে হাসিবুর রহমান। তার নামের মামলা নং সিআর ৪৫১/২২, আর ৪৩৩/২২, পি ৪৩৮/২২।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃত এসব আসামিদের আজ শনিবার (১২ নভেম্বর) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে সাজাপ্রাপ্তসহ ৩ জন গ্রেফতার

মারামারি মামলায় আদালতের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি আসমত আলী (৪৮) কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সাজাপ্রাপ্ত আসমত আলী গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের বাজার পাড়া এলাকার আব্দুলের ছেলে।

শুক্রবার দিবগত ভাররাতের দিকে তার বাড়িতে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে আসমত আলীকে গ্রেফতার করেন। ৩২৩/৪৪৭ ধারায় দায়েরকৃত ৯২/১৯ নং মামলায় আদালত তাকে ১ বছর তিন মাস কারাদন্ড দেন। তার পর থেকে সে পলাতক ছিল।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদ, এসআই আশিক সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।
অপরদিকে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে একটি মারামারি মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি আবুলের ছেলে আফজাল (৪৫) ও আব্দুল খালেকের ছেলে শওকত আলীকে গ্রেফতার করেছে। গাংনী থানার দায়ের করা মারামারি মামলায় আদালত তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেফতারকৃত আজ শনিবার (১২ নভেম্বর) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে হেরোইনসহ মাদক

ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুর সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ২ গ্রাম হেরোইনসহ বকুল হোসেন (২৫) নামের এক মাদক ব্যবসায়ী আটক হয়েছে।
আটক বকুল হোসেন মেহেরপুর সদর উপজেলার সীমান্তবর্তি ঝাঁঝাঁ গ্রামের আবুল শেখের ছেলে।
আজ শুক্রবার (১১ নভেম্বর) বিকাল ৪ টার দিকে বাজিতপুর বিওপি কমান্ডার হাবিলদার শাহিনের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টহল দল গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে হেরোইনসহ বকুলকে আটক করেন।
বাজিতপুর বিওপি কমান্ডার হাবিলদার শাহিন বলেন, মাদক পাচার হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্ত্বিতে ঝাঁঝাঁ গ্রামে অভিযান চালানো হয়। মাদক ব্যবসায়ী বকুল সেখান দিয়ে যাওয়ার বিজিবি সদস্যরা তাকে চ্যালেঞ্জ করেন। পরে তার শরীর থেকে হেরোইন উদ্ধার হয়।
এঘটনায় বিজিবির পক্ষ থেকে মেহেরপুর সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আসামি সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনীতে দুই বাড়িতে চুরির ঘটনায় চোর সন্দেহে ৫ জন গ্রেফতার

গাংনী উপজেলা শহরের চৌগাছা গ্রামে দুই বাড়িতে চুরির ঘটনায় চোর সন্দেহে ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।
এরা হলো গাংনী পৌর শহরের পূর্ব মালশাদহ গ্রামের মৃতু আব্দুস শুকুরের ছেলে আব্দুল হালিম (২১), গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের হারুন অর রশিদের ছেলে রবিউল ইসলাম (২১), পৌর এলাকার ফতাইপুর গ্রামের বাহারুল ইসলামের ছেলে নাহিদ হোসেন (১৯) একই গ্রামের মামুনের ছেলে জনি (৩০) ও ধর্মচাকী গ্রামের ইন্তাজুল হকের ছেলে রাশেদুল ইসলাম (২১)।
বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে গাংনী থানা পুলিশের একাধিক টিম পৃথক অভিযান চালিয়ে এই ৫ জনকে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃত এসব আসামিদের নামে এর আগেও চুরির অভিযোগে একাধিক মামলা রয়েছে বলে পুলিশ জানান।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতারকৃতদের আজ শুক্রবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর আদালতে নেয়া হয়েছে। তাদের রিমান্ডের আবেদন করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, গতকাল (১০ নভেম্বর) সকাল ১০ টা থেকে বেলা ১ টা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে চৌগাছা গ্রামে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিস স্টাফ রোজিফা খাতুন ও ব্যবসায়ী আক্তারুজ্জামানের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। এতে ওই বাড়ি দুটি থেকে ১৫ ভরি ওজনের স্বর্ণালংকার ও নগদ ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা চুরির ঘটনা ঘটে।
এঘটনায় রোজিফা খাতুন বাদী হয়ে গাংনী থানায় ৪৫৪/৩৮০ ধারায় একটি চুরির মামলা দায়ের করেন যার নং ১৫, তারিখ ১১/১১/২০২২ ইং।

গাংনীত প্রবাসীর স্ত্রীর মৃত্যু নিয়ে ধুম্রজাল, লাশ উদ্ধার

মেয়ের শাশুড়িকে (বিয়াইন) গাছ খাওয়ানোর অভিযোগ দিয়ে ননদ জেলেহার খাতুন ও সতীন রাজিয়া খাতুন তিনদিন আগে থেকেই নির্যাতন চালিয়ে আসছে আরছোনা খাতুনকে।
বৃহস্পতিবার বিকালে তাকে নির্যাতন করে হত্যা করে তারা। এটিকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দিতে মরদেহ নিয়ে নানাভাবে নাটকও সাজিয়েছে স্বামীর পরিবার। বাড়ি থেকে আরছোনা মারা গেলেও তাকে নিয়ে স্থানীয় ক্লিনিক ও সরকারি হাসপাতালে যাওয়া। পুলিশকে না জানিয়েই তড়িঘড়ি করে মাটি দেওয়ার পায়তারা। অবশেষে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেছে। এসব অভিযোগ করেন নিহতের বড় ভাই আব্দুর রশিদ।
তিনি জানান, প্রায় ১৮/১৯ বছর আগে আমার বোন আরছোনা খাতুনের সাথে করমদী গ্রামের হাসান আলী দ্বিতীয় বিয়ে করেন। এর আগে আমার বোনের

ওই গ্রামেই বিয়ে হয়েছিল। পরোকিয়া করে আরছোনাকে বের করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করেন হাসান। আরছোনার মেয়েকে তার চাচাত ভাইয়ের সাথে সাম্প্রতিক সময়ে বিয়ে দেন । মেয়ের শাশুড়ি নাজেরা খাতুন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এই অসুস্থ হওয়াকে আমার বোন আরছোনাকে দায়ী করে সতীন ও ননদ। এ নিয়ে আমার বোনের উপর বেশ কয়েকদিন ধরেই অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে আসছেন তারা।
নিহত আরছোনার বোন রেকসোনা বলেন, মরার আগে আমার বোন তিন দিন খাইনি। আমার দুলাভাই ২ মাস আগে সৌদী থেকে বাড়ি এসেছে। আগামিকাল তার বিদেশ ফিরে যাওয়ার কথা।
রেকসোনা অভিযোগ করেন আমার বোনের মুখে বিষের কোনো গন্ধ নেই। শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারের দাগ আছে। আমার বোনকে নির্যাতন করেই হত্যা করেছে তারা।
আরছোনা খাতুন গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের আনসার আলীর মেয়ে। তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের স্থানীয় মেম্বর আব্দুল হামিদ বলেন, তাদের পারিবারিক ঝামেলা আছেই। তবে, তার মুখে বিষের কোনো আলামত মেলেনি।
গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, হাসপাতালে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। তবে কি কারণে মৃত্যু হয়েছে বিষয়টি এখনও পরিস্কার নয়।
গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়না তদন্ত রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত কোনো কিছু বলা সম্ভব নয়। এঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা রেকর্ড করা হয়েছে।

মেহেরপুরে সাংবাদিক জনির বিরুদ্ধে চাঁদাবাজীর মামলায় গ্রেফতারী পরোয়ানা

এশিয়ান টিভির মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি মিজানুর রহমান জনির বিরুদ্ধে দায়ের করা চাঁদাবাজি মামলায় আদালত গ্রেফতারি পরোয়ানা

জারি করেছেন।

সম্প্রতি মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে পরোয়ানা তামিলের জন্য মেহেরপুর সদর থানায় প্রেরণ করা হয়েছে। মেহেরপুর জেআরও কোর্ট ইন্সপেক্টর গোলাম মোহাম্মদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। যার মামলা নং জিআর ১০৩/২১ ইং।

জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার ইছাখালি ও ফতেপুরের মাঝে মরাগাং খনন কাজ করার সময় দুই পাড়ের মাটি স্থানীয় মেম্বর মিলন হোসেন বিক্রি করছিলেন। এঘটনায় সাংবাদিক মিজানুর রহমান জনিসহ কয়েকজন সাংবাদিক তাদের নিজস্ব ফেইসবুক পেইজে লাইভ দেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মিলন হোসেন মেম্বর তার কাছের মানুষ হিসেবে পরিচিত ফতেপুর গ্রামের আক্কাছ আলীর ছেলে তাবিরুল ইসলাম ওরফে তাবু সাংবাদিক মিজানুর রহমান জনিসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে ৩ লাখ ৮০ হাজার টাকা চাঁদা দাবী মারপিট ও সরকারি কাজে বাধা দানের অভিযোগ এনে মেহেরপুর সদর থানায় একটি চাঁদাবাজি মামলা দায়ের করেন।সদর থানার মামলা নং ১৯, তারিখ ২০/০৪/২০২১ ইং, ধারা ১৪৩/৩২৩/৩৮৫/৫০৬/৩৪ দ:বিধি।

মামলাটি দীর্ঘদিন তদন্ত করেন মেহেরপুর সদর থানার উপপরিদর্শক আব্দুল্লাহ আলম মামুন এজাহার নামীয় ১ নং আসামি মিজানুর রহমান জনির বিরুদ্ধে পেনাল কোড ৩২৩/৩৮৫/৫০৬ ধারার অপরাধ প্রাথমিক ভাবে প্রমাণিত হওয়ায় ৩১/০৮/২০২১ তারিখে অভিযোগ দাখিল করেন। কিন্তু এজাহার নামীয় অপর ৬ আসামি মহসিন আলী, মফিজুল ইসলাম, ইসরাফিল হোসেন, লাল্টু মিয়া, আরিফুল ইসলাম ও মো: সাইদুর রহমানকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেন।

পুলিশ এজাহার নামীয় ৬ জনকে বাদ দিয়ে চার্জশীট দেওয়ায় বাদী তবিবর রহমান তবি নারাজি আবেদন করলে বিজ্ঞ আদালত বাদীর আবেদনের প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ আদালত আবেদনটি গ্রহণ করে কুষ্টিয়া পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) মামলাটি অধিকতর তদন্তের নির্দেশ দেন। আদালতের নির্দেশে বিগত ৯/১২/২০২১ তারিখে পিবিআই মামলাটি গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করে। তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা পুলিশ ব্যুরো অব ইনস্টিগেশন (পিবিআই) এর উপপরিদর্শক (এসআই) বলরাম বিশ্বাস মিজানুর রহমান জনিকে অভিযুক্ত করে গত ৩১/০৭/২০২২ তারিখে আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন।